মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ২

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

মাত্র ক'দিন হলো অফিস করছে দেবাশীষ। স্ট্রোক করার পর বেশ কিছু দিন অফিস করতে পারেনি ও। হেমোরেজটা বিস্তৃত হবার আগেই ঠিকমতো চিকিৎসা পড়েছিল বলে এযাত্রা বাঁচা গেছে। ১৫ দিন বিছানায় কাটাবার পর অফিস আসতে শুরু করেছে। বিদেশী বস ওর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। অসুস্থতার পর প্রথম দিন অফিসে আসতেই তাকে বলেছে, 'দেব, ইউ নীড নট টু বি ইন দ্য অফিস ফর দ্য হোল ডে। ইউ মে লীভ অ্যাট এনি টাইম, ইফ ইউ ডোন্ট ফীল গুড।'

তাই এই ক'দিন লাঞ্চ পর্যন্ত অফিস করেই চলে যায় ও। এর মধ্যেই দুর্বল শরীর আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গাড়িতে বসেই মাথাটা এলিয়ে দেয় ও। বাসায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে ছোটখাটো ঘুম হয়ে যায় একটা। বাসায় গিয়ে লাঞ্চ সেরে আরো এক দফা ঘুম, নতুবা হালকা কিছু পড়াশোনা করা। বড়ো একঘেয়ে জীবন এখন। ক্লাবেও যাওয়া হয়না আজকাল। যাওয়া হয়না বললে ভুল বলা হবে, বরং যাবার শক্তি বা ইচ্ছা কোনোটাই থাকেনা বললেই চলে। যদিও ক্লাবের আড্ডাটা ওর বেশ পছন্দসই। কারণ ওখানকার আড্ডাতেই ও প্রাণ ফিরে পেতো অনেকটা, নইলে বাকি জীবনের প্রায় সবটাইতো জোলো।

এখন বেশ ক্যাজুয়াল পোশাকে অফিসে আসে দেবাশীষ। এটাও অফিস মেনে নিয়েছে। নইলে স্যুট-টাই সহ পুরো ফর্মাল পোশাকে আসাটাই ওর মতো সিনিয়র অফিসারদের নিয়ম। এই নিয়ম ভাঙাটা বেশ উপভোগ করছে দেবাশীষ। অনেকদিন পর যেমন খুশী তেমনই কাপড় পরে আসতে পারছে অফিসে। আসলে বিদেশী কর্তাদের ওর প্রতি দুর্বলতার সবটুকু সযোগই নিচ্ছে ও। একটু আড়মোড়া ভেঙে কমস্পিউটারের দিক থেকে মুখ ফেরায় ও। সিচুয়েশন রিপোর্টটা আজকে শেষ না করলেই নয়। বড়ো সাহেবরা যতোই ওকে পছন্দ করুক না কেন, কাজে অনেক বেশি গাফিলতি ওরা সহ্য করবেনা। অবশ্য শরীরের সুযোগ নিয়ে রুটিন কাজে গাফিলতি ও করছেও না বা করেওনা। এইটুকু আস্থা ওর ওপর অফিসের আছে। পিয়ের কার্ডিনের ঘড়িটায় সময় দেখে ও। এগারোটা বাজে। একটু ভালো ব্র্যান্ডের কাপড়, চশমা, ঘড়ির প্রতি ওর অদম্য আগ্রহ। আর পিয়ের কার্ডিনের প্রতি ওর আকর্ষণ একটু বেশিই।

লাঞ্চের আরো দেড় ঘন্টা বাকি। একটু সময় কফির জন্যে বের করে নিতে পারে। বাকি সময়ের মধ্যেই রিপোর্টটা শেষ হয়ে যাবে, আশা করা যায়। ওর এরগোনমিক চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। রিসেপশনিস্ট পপির ফোন। খুব দ্রুততার সাথে বললো,'দেব দাদা, এক মহিলা ফোনে আছে। নাম জিজ্ঞেস করিনি। আপনি ধরেন।'

ওপার থেকে রিনিঝিনি সূর বেজে উঠলো যেন। 'মিঃ চৌধুরী বলছেন?'

'ইয়েস,' দেবাশীষ-এর ভুরু কুঁচকে ওঠে, পরিচিত কেউ নয়,'বাট মে আই নো হু ইউ আর?'

একটু আমতা আমতা করে দূরভাষের কণ্ঠ বলে ওঠে, 'আপনি আমাকে চিনবেননা। আ..আমি আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই। আমাকে যদি একটু সময় দিতেন....'

থমকে যায় দেবাশীষ, একটু চিন্তা করে, ওর এই পেশায় অপরিচিত মহিলাদের থেকে সাবধান থাকাও একটা শর্ত। অফিস অব প্রফিট-এ থাকলে অনেক নিয়মই মেনে চলতে হয়। ও বলে ওঠে,'দেখুন আপনার সাথে আমার পরিচয় নেই। তাহলে আপনি আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেনই বা কেন? আর তাছাড়া আমার নাম ও ফোন নাম্বার আপনি পেলেন কোথায়?'

'সব প্রশ্নের উত্তর দেব,' মহিলার কণ্ঠে মিনতি ঝরে পড়ে, 'আপনি শুধু একবার আপনার সাথে দেখা করতে দিন...'

একটু কৌতুহল বোধ করতে থাকে দেবাশীষ। তাছাড়া মহিলা বা মেয়েটির কণ্ঠ ও বাচনভঙ্গী চমৎকার, যা সবসময়ই দেবাশীষকে আকর্ষণ করে। কেউ শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বা ইংরেজী বললে ওর ভালো লাগে। কারণ এই দেশে এটারই বড়ো অভাব। সুন্দর করে কথা বলতে জানে খুব কম মানুষই। একটু দোনোমোনো করে হলেও রাজি হয়ে যায় ও। বলে,'আপনার আসতে কতোটুকু সময় লাগবে? অফিস চেনেন আমাদের?'

'চিনি, চিনি,' তাড়াতাড়ি বলে ওঠে মহিলা বা মেয়েটি। 'আমার আসতে ১৫/২০ মিনিট লাগতে পারে। দু'টো আড়াইটার দিকে আসবো?'

'না, এলে এখনই আসতে হবে, কারণ লাঞ্চের পর আমি অফিস করছিনা এখন, অসুস্থতার জন্যে,' দেবাশীষ জানায়।

'ঠিক আছে, তাহলে আমি এখনই আসছি,' হড়বড় করে বলে ওঠে মেয়েটি।

দেবাশীষ বলে,'এবার একটু আপনার নামটা না বললে তো হচ্ছেনা। কারণ গেটে নাম না বললে ওরা আপনাকে ঢুকতে দেবেনা।'

'ডালিয়া,' তাড়াতাড়ি বলে ও,'আমার নাম ডালিয়া।'

দেবাশীষ লক্ষ করে কোন পদবী বললোনা মেয়েটি। তারপর ও প্রায় নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো,'ঠিক আছে, চলে আসুন।'

গেটে জানিয়ে দেয় দেবাশীষ, ডালিয়া নামে একজন ভদ্রমহিলা আসবেন। পপিকেও রিসেপশনে জানিয়ে দেয় একথা। এবার কফির জন্যে ওঠে ও। কিচেনেট থেকে কফি নিয়ে ফেরার সময় বস পিটারের সাথে দেখা। ওকে বলে দেবাশীষ,'পিটার উড ইউ মাইন্ড ইফ আই গিভ ইউ দ্য সিচুয়েশন রিপোর্ট ফার্স্ট থিং ইন দ্য টুমরো মর্নিং?'

'নো ডিয়ার নট অ্যাট অল,' হাসিমুখে পিটার বলে, 'টুমরো মর্নিং উড বি জাস্ট ফাইন।' দুজন একসাথেই ফিরতে থাকে। দেবাশীষের পরের কক্ষটাই পিটারের।

কফি পান করতে করতেই কাজটাতে আবার হাত লাগায় দেব। যতোটুকু এগিয়ে রাখা যায়। কফি শেষ করতেও সময় লাগবে, কারণ ও পেল্লায় সাইজের এক মগ মিলিটারি কফি নিতে পছন্দ করে দিনে দু'বার। কাজ আর কফির মাঝে ডুবে যায় ও। কতোক্ষন সময় কেটে গেছে মনেও নেই ওর। কম্পিউটারের কী বোর্ডের ওপর আঙ্গুলগুলো নেচে বেড়াচ্ছিল। এমন সময়

টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। আবার পপি,'দেব দাদা একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা এসেছে আপনার সাথে দেখা করতে।' এভাবেই কথা বলে ও দেবাশীষের সাথে একটু ছোট বোনের আহ্লাদ নিয়ে। দেবাশীষও ওকে ছোট বোনের মতোই প্রশ্রয় দেয়।

দেবাশীষ বললো,'রিসেপশনে বসতে বলেন, আমি আসছি।' ওপরে খুব একটা গেস্ট নিয়ে আসেনা ওরা। নিচ থেকেই কথা বলে বিদায় দেয় অধিকাংশ গেস্টকে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো। দরজা ঠেলে রিসেপশনে ঢুকে আরেকবার ভুরু কুঁচকে উঠলো ওর। রিসেপশন ভর্তি লোক। এর মধ্যেই ছোটখাটো গড়নের অথচ বেশ মিষ্টি দেখতে একটি মেয়ে বা মহিলা একদিকে একা দাঁড়িয়ে। বসবার সোফা সব ভর্তি, থই থই করছে।

চেহারায় প্রশ্ন নিয়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায় দেবাশীষ। ও কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই মেয়েটি বলে ওঠে,'আমি ডালিয়া।'

[লেখকের পরিচিতি জানতে এখানে টোকা মারুন]

(চলবে)